আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষ্যবস্তুঃ"কোরআনে হযরত আইয়ুব(আঃ)"

আইয়ুব(আঃ) সম্পর্কে কোরআনের আয়াত সমূহ

সুরা আন নিসা আয়াত ১৬৩ -১টি আয়াত

সুরা আম্বিয়া আয়াত ৮৩---৮৪ -২টি আয়াত

সুরা সোয়াদ আয়াত ৪১- ৪৪ -৪টি আয়াত

কোরআনে হযরত আইয়ুব(আঃ)

তাফহীমূল কুরআনের ব্যখ্যা

সুরা আন নিসার ১৬৩ নং আয়াত ও সুরা আল আনামের ৮৪ নং আয়াতে যেভাবে আলোচনা এসেছে তাতে বলা যেতে পারে হযরত আইয়ুব(আঃ)বনী ঈসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওহাব ইবনে মোনাবিহের বর্ণনায় তিনি হযরত ইসহাকের পুত্র ঈসুর বংশধর ছিলেন।

হযরত আইয়ুবের বর্ণনা--- রোগের প্রচন্ডতা, ধন সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়স্বজনের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার চেয়ে বড় কষ্ট ও যন্ত্রনা আমার জন্য হচ্ছে এই যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যম আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছে।শয়তান আমাকে হতাশ করার চেষ্টা করে আমাকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চায়, আমি যাতে অধৈর্য হয়ে উঠি সে প্রচেষ্টায় শয়তান রত থাকে।

স্ত্রী ছাড়া সবাই তার সঙ্গ ত্যাগ করেছিল এমনকি সন্তানেরাও।আল্লাহ বলেনঃ আমি যখন তার রোগ নিরাময় করলাম, সমস্ত পরিবারবর্গ তার কাছে ফিরে এলো এবং আমি তাকে আরও সন্তান দান করলাম।

পব্বিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন্ নিসা

১। আমি তোমার কাছে অহি পাঠিয়েছি , যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার পরের নবীদের কাছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুণ ও সুলাইমানের কাছে আর আমি দাউদকে দিয়েছিলাম যাবুর।

সুরা ৪ আন্ নিসা, আয়াতঃ ১৬৩

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ(আঃ) ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইব্রাহিম(আঃ), ইসমাঈল(আঃ), ইশাক, ইয়াকুব(আঃ) ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা(আঃ), আইউব(আঃ), ইউনুস(আঃ), হারূন(আঃ) ও সুলায়মান(আঃ) এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে(আঃ) যাবুর প্রদান করেছিলাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

২। আর স্মরণ করো আয়ুবের কথা, সে যখন তার প্রভুকে ডেকে বলেছিল, প্রভু! আমার অসুখ হয়েছে, আর তুমি তো সব দয়াময়ের বড় দয়াময়।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ৮৩

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83)

আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের(আঃ)কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৩। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তার অসুখ দূর করে দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তার পরিবার পরিজন এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমত হিসেবে আর ইবাদতকারীদের উপদেশ হিসেবে।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৪

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ

وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (84)

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, আর তার পরিবার পরিজনকে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের সাথে তাদের মত আরোও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমত। এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

৪।স্মরণ করো আমাদের দাস আইয়ুবকে সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিলোঃ প্রভু! শয়তান আমাকে যন্ত্রণা আর কষ্টে ফেলেছে।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৪১

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ

وَعَذَابٍ (41

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুব(আঃ)-কে যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেনঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।

শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই কাউকে রোগ দেয়ার। রো গের সময় সে রোগীকে হতাশ করার চেষ্টা করে। আল্লাহর প্রতি আকৃতজ্ঞ করতে চায় এবং রোগী যাতে অধৈর্য হয়ে উঠে সে প্রচেষ্টায় শয়তান রত থাকে।

৫। আমরা তাকে বলেছিলাম জমিনে পা দিয়ে আঘাত করও। এ হোল তোমার গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয় পানি।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ৪২

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42)

(আমি তাকে বললাম:) তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

৬।আমি তাকে দান করেছি তার পরিবারবর্গকে এবং অনুরূপ আরোও, আমাদের পক্ষ থেকে রহমত হিসাবে এবং বুদ্ধিমান লোকদের উপদেশ হিসাবে।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৩

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43)

আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো তাদের সাথে, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।

৭। আমরা তাকে আরও আদেশ করলাম, এক মুষ্ঠি তৃণ নাও, তা দিয়ে আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল।কতো যে উত্তম দাস ছিল সে, আর সে ছিল আমার অভিমুখী।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ৪৪

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44)

(আমি তাকে আদেশ করলাম:)এক মুষ্টি তৃণ লও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল (আমার) অভিমুখী।

এ আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুব (আঃ) রুগ্ন অবস্থায় কাউকে মারার কসম করেছিলেন। কথিত আছে স্ত্রীকে মারার কসম করেছিলেন। আর এ কসম করার সময় এ কথাও বলেছিলেন , যে, তোমাকে এত ঘা দোররা মারবো।

আল্লাহ যখন তাকে সুস্থতা দান করলেন, এবং যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এ কসম করেছিলেন সে ক্রোধ স্তিমিত হয়ে গেল, তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কসম পুরা করতে গেলে অযথা একজন নিরাপরাধকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙ্গে ফেললেও গোনাহগার হতে হয়। এ

উভয়সংকট থেকে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করলেন। আল্লাহ তাকে হুকুম করলেন, একটি ঝাড়ু নাও। তাতে তুমি যে পরিমাণ দোরড়া মারার কসম করেছিলে সে পরিমাণ কাঠি থাকবে এবং সে ঝাড়ু দিয়ে কথিত অপরাধীকে একবার আঘত করো এর ফলে তোমার কসমো পুরা হয়ে যাবে ও সেও অযথা কষ্ট ভোগ করবে না।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় রাসুল(সঃ) বেশী রোগগ্রস্থ বা দুর্বল হবার কারণে যে যেনাকারী একশ দোররার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখতো না তার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি প্রয়োগ করার ব্যপারে এ আয়াতে বিবৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ রকম একটি শাস্তি প্রয়োগে রসুল(সঃ) হুকুম দিলেন " খেজুরের একটি ডাল নাও, যার একশটি শাখা রয়েছে এবং তা দিয়ে এ ব্যক্তিকে একবার আঘাত করো। (আহকামুল কোরআন)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আইয়ুব(আঃ) এর ঘটনা থেকে শিক্ষনীয়, ভালো অবস্থায় আল্লাহকে ভূলে গিয়ে আল্লাহর বিদ্রোহী হওয়া উচিত নয় এবং খারাপ অবস্থায় আল্লাহ থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভাল অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা করে দিতে পারেন আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থাকে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় পরিবর্তন করে দিতে পারেন।তাই আমাদের উচিত সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা।আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....